Is

SALAH

Obligatory On Us?

সালাত কি আমাদের উপর ফরয ?

মুহাম্মাদ চৌধুরী

সম্পাদনায়ঃ

মুহা. আবু তাহের

সালাত কি আমাদের উপর ফরয ?
Is Salah Obligatory On Us ?

- সালাত কি আমাদের উপর ফরয ?
- সালাত কে ফরয করেছেন ?
- এটি কি গুরুত্বপুর্ণ ?
- সালাত আদায় করলে কি লাভ হবে ?
- সালাত আদায় না করলে কি ক্ষতি হবে ?
- কেন আদায় করিনা ?
- শেষ কথা।

মুহাম্মদ চৌধুরী

[illegible]
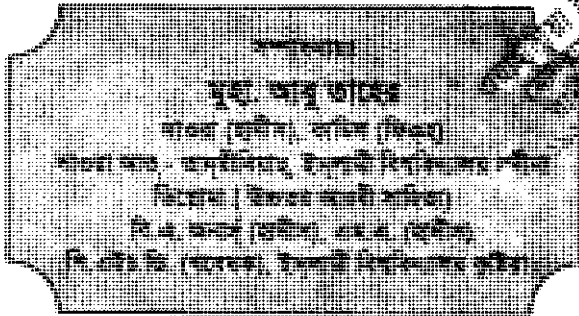
E-mail: chymohammad@gmail.com
Mobile: 01717-414080

আলহামদুলিল্লাহ্, আস্সালাতু ওয়াস্সালামু আ'লা রাসূলাল্লাহ ﷺ। সমস্ত প্রশংসা সে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের জন্যে যিনি দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জাহানের সত্যিকার মালিক। নিশ্চয় তিনি ব্যতীত সত্য কোন ইলাহ্ নেই।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন মাস্জিদ জাদুঘরে পরিণত হয়ে গেছে। সেসব মাস্জিদে আর সালাত আদায় করা হয়না। লোকজন দেখতে যায় সেসব মাস্জিদ, ছবি তোলে আর একে অন্যকে বলে এই যে এটি সেই মাস্জিদ, এটি এরকম, এর কারুকার্য অমুক জিনিস দিয়ে করা, এটি এখানকার বৃহত্তম মাস্জিদ, ইত্যাদি ইত্যাদি। হয়ত আমরা এমন দিনের অপেক্ষায় আছি যেদিন আমাদের দেশেও এরকম শুরু হবে আর মা- বাবা শিশুদের নিয়ে যাবে কোন নির্দিষ্ট স্থানে আর সালাত আদায়রত লোক্দের দেখিয়ে বলবে দেখ দেখ এভাবে আগেকার লোকেরা সালাত আদায় করত। এমন অনেকেই আছেন যারা নিজেরা সালাত আদায় করেন না তবে বিভিন্ন মাস্জিদ মাদ্রাসা নির্মাণে অর্থ প্রদান করে থাকেন। কারণ, অনেকের কাছেই সালাত আদায়ের গুরুত্বের বিষয়টি জানা না থাকলেও মাস্জিদ নির্মাণের গুরুত্ব জানা আছে। নিশ্চয় এটি উত্তম একটি ইবাদত। মাস্জিদ নির্মাণের পুরুস্কার হিসেবে আল্লাহ ﷻ নির্মাণকারীর জন্যে জান্নাতে ঘর নির্মাণের সুখবর জানিয়ে দিয়েছেন রাসুল ﷺ এর মাধ্যমে। তবে নিঃসন্দেহে সালাত আদায় করা মাস্জিদ নির্মাণের চেয়েও উত্তম কাজ। আর একটি মাস্জিদ শুধু সুন্দর একটি ঘরের মাধ্যমেই হয়ে যায়না, মাস্জিদ পরিপুর্ণতা লাভ করে মুসাল্লীদের এর মধ্যে সালাত আদায়ের মাধ্যমে। সালাত সম্পর্কিত গুরুত্বপুর্ণ এসব বিষয় নিয়ে আমি এখানে আলোচনা করব ইন্শা আল্লাহ। আসুন! বিষয়গুলো বিস্তারিত জেনে নেই।

সালাত কি আমাদের উপর ফরয ?

বর্তমান মুস্‌লিম সমাজের দিকে তাকালে দেখা যায় যে, ইস্‌লামের ফরয বিষয়গুলোও যেন আর ফরয নয়। আল্লাহ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ কুরআনুল কারীমের অসংখ্য আয়াত আর নাবী ﷺ এর অসংখ্য সহীহ্‌ হাদীস দ্বারা পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আমাদের উপর ফরয করলেও আমরা মুস্‌লিমরা যেন এই ফরযটিকে ফরয হিসেবে মেনে নিতে পারিনি। কেউ নিয়েছি ফরয হিসেবে আবার কেউ নিয়েছি মুবাহ্‌ (ঐচ্ছিক) হিসেবে। বিষয়টি এরকম যেন সালাত আদায় করা ভালো কাজ। করতে পারলে ভালো আর না পারলেও ঠিক আছে। তবে আমাদের চেষ্টা করা উচিত। অথচ ইস্‌লামে কোন বিষয় ফরয মানে এটি পালন করতেই হবে। বেঁচে থাকার জন্য যেমন আমাদের খাবার প্রয়োজন, বিশ্রামের প্রয়োজন,অক্সিজেন ও আরও অন্যান্য জিনিস প্রয়োজন অর্থাৎ এগুলো লাগবেই লাগবে। ঠিক তেমনই ইস্‌লামের গন্ডিতে থাকার জন্যও অনেক জিনিস প্রয়োজন। আর এর মধ্যে সালাত হচ্ছে অন্যতম। কেউ কেউ ঐচ্ছিক হিসেবে সালাতকে নিয়েছেন কথাটির সাথে অনেকেই বিরোধিতা করতে পারেন। তাই বলব, আসুননা আমরা নিজেরাই ভেবে দেখি আমরা আমাদের জীবনে সালাতকে কোন্‌ পর্যায়ে রেখেছি । আমাদের অনেকেরই দৈনিক Facebook এর জন্য একটি সময় নির্ধারিত আছে, খেলা দেখার জন্য আছে নির্ধারিত সময়, Film বা TV দেখারও রয়েছে নির্ধারিত সময়। এগুলো ছাড়াও আরো অনেক বিষয়ের জন্য আমাদের রয়েছে প্রতিদিনের নির্দিষ্ট একটি অংশ। যেমনঃ গান শুনা, আড্ডা দেওয়া, পত্রিকা পড়া, Games খেলা ইত্যাদি। কিন্তু আমরা কি সালাতের জন্য প্রতিদিনের কোন অংশকে নির্দিষ্ট রেখেছি? অথচ দেখা যায় আমরা টেলিভিশনের অনেক অনুষ্ঠান বা অন্যান্য অনেক জিনিসকে আমাদের উপর অনেকে আবশ্যক করে নিয়েছি। যেমন বলা যেতে পারে IPL, World Cup, বা Hollywood, Bollywood এর নতুন কোন ছবি বা কোন Rap Artist এর সর্বশেষ গান বা কোন TV অনুষ্ঠান। বিষয়টি এমন যেন আমাকে IPL দেখতেই হবে, টেলিভিশনের একটি অনুষ্ঠান আমাকে সময়মত দেখতেই হবে। কিন্তু সালাতের ব্যপারে এমনটি নয়। বুঝা যায় যে, আল্লাহ ﷻ সালাত আমাদের উপর ফরয করেছেন ঠিকই। এটি আমাদের পালন করতেই হবে। কিন্তু আমরা এটিকে ফরয বা করতেই হবে হিসেবে মেনে নেইনি। যদি আমরা মেনে নিতাম যে, এটি আমাদের অবশ্যই আদায় করতে হবে তবে সালাত আমাদের পাঁচ ওয়াক্ত আদায় হতই হত। এর জন্য আমার প্রতিদিনের

একটি সময় নির্দিষ্ট হত। এ রকম হলে তবেই বুঝা যেত যে আল্লাহর ফরযকৃত বিষয়টি আমরাও আমাদের উপর ফরয হিসেবে গ্রহণ করেছি। সালাতের প্রতি এই যে অনীহা এর পেছনে অনেকগুলো কারণ থাকলেও আমি প্রাধান্য দেব মহান আল্লাহ ﷻ কে না চেনা, মহান আল্লাহ ﷻ এর পরিচয় না জানা আর ইস্‌লামের সঠিক জ্ঞান না থাকাকে। তাই, সবাইকে আল্লাহ ﷻ কে চেনতে হবে। আল্লাহর প্রকৃত পরিচয় জানতে হবে। ইস্‌লাম সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতে হবে। সালাতকে ফরয হিসাবে সকল কাজের উপর অগ্রাধিকার দিয়ে পালন করতে হবে।

সালাত কে ফরয করেছেন ?

আসুন এবার ভেবে দেখি আমাদের উপর সালাত কে ফরয করেছেন। যিনি সালাত ফরয করলেন তাঁর সঠিক পরিচয় জানা থাকলে আমার মনে হয়না কেউ সালাত পরিত্যাগ করতে পারে বা করার সাহস রাখতে পারে। আমাদের উপর যিনি সালাত ফরয করেছেন তিনি হচ্ছেন এই পৃথিবীর মালিক,আরশের অধিপতি[1] মহান রাব্বুল আলামীন। তিনিই তো আদম কে নিজ দু হাতে সৃষ্টি করেছেন।[2] তিনিই তো কষ্ট ও সুখ দাতা।[3] এই আসমান জমিন সবকিছুর স্রষ্টা।[4] সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান।[5] যিনি ছাড়া কোন অভিভাবক নেই, সাহায্যকারী নেই।[6] যিনি সকল কিছুর উপর সর্বশক্তিমান।[7] নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের সৃষ্টিকর্তা।[8] গোপন ও প্রকাশ্য জ্ঞানের অধিকারী।[9] খাদ্য দানকারী, নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের মালিক।[10] জ্ঞানময়, সর্বজ্ঞ।[11] রিযিক প্রশস্ত ও সংকোচনকারী।[12] দ্রুত হিসাব

---

[1] আল- কুর্‌আন [সুরাঃ ত্বোয়া হা (২০), আয়াতঃ০৫]

[2] আল্‌- কুর্‌আন [সুরাঃ আস্‌- সোয়াদ (৩৮), আয়াতঃ৭৫]

[3] আল্‌- কুর্‌আন [সুরাঃ আল্‌- আন্‌আ'ম (০৬), আয়াতঃ১৭]

[4] আল- কুর্‌আন [সুরাঃ আশ্‌ শুরা (৪২), আয়াতঃ১১]

[5] আল- কুরআন [সুরাঃ আল্‌- আন্‌ফাল (০৮), আয়াতঃ৪১]

[6] আল্‌- কুরআন [সুরাঃ আত্‌- তাওবা (০৯), আয়াতঃ১১৬]

[7] আল্‌- কুর্‌আন [সুরাঃ আল্‌- হাদীদ (৫৭), আয়াতঃ০২]

[8] আল্‌- কুর্‌আন [সুরাঃ আল্‌- আন্‌আ'ম (০৬), আয়াতঃ০১]

[9] আল্‌- কুর্‌আন [সুরাঃ আল্‌- আন্‌আ'ম (০৬), আয়াতঃ১২]

[10] আল্‌- কুরআন [সুরাঃ আল্‌- আনআ'ম (০৬), আয়াতঃ১৪]

[11] আল্‌- কুরআন [সুরাঃ আল্‌- আন্‌আ'ম (০৬), আয়াতঃ১৮]

[12] আল- কুরআন [সুরাঃ আস- সাবা (৩৪), আয়াতঃ৩৬]

গ্রহণকারী।[13] মৃতকে জীবিতকারী প্রকৃত অভিভাবক।[14] যিনি কিছু হও বললেই হয়ে যায়।[15] যিনি কারো মুখাপেক্ষী নন।[16] আমাদের ডাকে সাড়া দেন। আযাব দানে কঠোর।[17] স্বচ্ছলতা দানকারী ও সংকোচনকারী।[18]যাকে ইচ্ছা রাজত্ব দানকারী।[19] যাকে তন্দ্রা- নিদ্রা স্পর্শ করে না। [20] যার কাছে নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের কোন বিষয়ই লুকায়িত নেই।[21] আল্লাহ ﷻ শ্রবণকারী, মহাজ্ঞানী।[22]
একবার যদি তাকাই আমাদের জীবনের বিভিন্ন অধ্যায়ে তবে তো কেবল সে মহান রবের করুণা আর দয়া দেখতে পাব। তিনিই তো আমাদের এক বিন্দু পানি হতে নিয়ে এসেছেন আজকের এই অবস্থায়। আল্লাহ ﷻ কুরআনুল কারীমে প্রশ্ন করেনঃ **আমি কি তার জন্য দু'টি চোখ বানাইনি?আর একটি জিহ্বা ও দু'টি ঠোঁট?**[23] আমাদের এই সুন্দর শারীরিক গঠন কি তিনি তৈরী করেননি? আজ আমরা যে শরীর নিয়ে কাজ করি, ঘুরে বেড়াই, দেখি, শুনি এর প্রতিটি জিনিসই তো সেই আল্লাহ ﷻ এর দান। আমরা কি সেগুলোর খাজনা আদায় করবো না? শুকরিয়া আদায় করবো না? তিনিই তো আমাদের মায়েদের অন্তরে আমাদের প্রতি সে ভালবাসা সৃষ্টি করে দেন যে কারণে এত কষ্টের পর জন্ম দেয়া শিশুটিকে মায়েরা হত্যা না করে বুকে টেনে নেন অগাধ মায়ায়। তিনিই তো আমাদের বন্ধু হিসেবে অন্যান্য শিশুদের আর পরিণত বয়সে বিপরিত লিঙ্গের জীবন সঙ্গী নির্ধারণ করে দেন। দুজন মানুষের সেই প্রদীপহীন সংসারে সেই মহান রাব্বুল আলামীন আবার আলো জ্বালিয়ে দেন তাদের সন্তান সন্ততি দানের মাধ্যমে। তিনিই ব্যবস্থা করে দেন জীবিকার। তিনিই তো আমাদের জীবন মরণের মালিক।[24]

---

[13] আল্- কুর্আন [সূরাঃ ইব্রাহীম (১৪), আয়াতঃ০২]
[14] আল্- কুর্আন [সূরাঃ আশ্ শুরা (৪২), আয়াতঃ০৭]
[15] আল্- কুর্আন [সূরাঃ আল্- বাকারা (০২), আয়াতঃ১১৭]
[16] আল্- কুর্আন [সূরাঃ আল্ ফাতির (৩৫), আয়াতঃ১৫]
[17] আল্- কুর্আন [সূরাঃ আল্- বাকারা (০২), আয়াতঃ১৬৫]
[18] আল্- কুর্আন [সূরাঃ আল্- বাকারা (০২), আয়াতঃ ২৪৫]
[19] আল্- কুর্আন [সূরাঃ আল্- বাকারা (০২), আয়াতঃ২৪৭]
[20] আল্- কুর্আন [সূরাঃ আল্- বাকারা (০২), আয়াতঃ২৫৫]
[21] আল্- কুর্আন [সূরাঃ আল্- ইমরান (০৩), আয়াতঃ০৫]
[22] আল্- কুর্আন [সূরাঃ আল্- ইমরান (০৩), আয়াতঃ৩৪]
[23] আল্- কুর্আন [সূরাঃ আল্- বালাদ্ (৯০), আয়াতঃ০৮,০৯]
[24] আল্- কুর্আন [সূরাঃ আল কাফ (৫০), আয়াতঃ৪৩]

যেখানে অফিসের একজন কর্মকর্তা তাঁর উর্ধতন কর্মকর্তার হুকুম মানতে বাধ্য, একজন খেলোয়াড় তার ক্যাপ্টেনের, একজন কর্মী তার নেতার, একজন নাগরিক তার রাষ্ট্রের। সেখানে আমি কি বাধ্য নই আমার মহান সে স্রষ্টার হুকুম মানতে? আমরা কি ভুলে গেছি মহান আল্লাহ ﷻ যে সবকিছু দেখেন ও জানেন এই বিষয়টি? যদি ভুলে না যাই তবে কিভাবে সালাতের আহবান আমাদের কানে আসার পরও আমরা বসে থাকতে পারি Internet –এ, TV সেট এর সামনে, খেলার মাঠে বা গল্পের আসরে? ভুলে গেলে চলবেনা। আজকে আমাদের কাছে যে সুযোগ আছে। তাওবা করে ফিরে যেতে পারি। মৃত্যুর পর সে সুযোগ চলে যাবে চিরতরে। তাই কেন আজই নয়। সে সত্তার মহান গুনাবলীর দিকে তাকিয়ে ফিরে যাই তারই কাছে তাওবা করে। শুরু করি আজ থেকে নিয়মিত সালাত। এটি ফরয করেনি দুনিয়ার কোন মানুষ, বা কোন সৃষ্টি; যা ফরয করেছেন সারা বিশ্বের প্রতিপালক, সর্বশক্তিমান মহান আল্লাহ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ।

এটি কি গুরুত্বপুর্ণ ?

মহান আল্লাহ ﷻ মূসা عَلَيْهِ السَّلَام কে নাবী হিসেবে নির্বাচনের খবর প্রদানের পরই সালাত আদায়ের জন্য আদেশ করেছিলেন।[25] ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام কোলের শিশু থাকাকালেই জানিয়ে দিয়েছিলেন সবাইকে তার উপর আল্লাহ ﷻ কর্তৃক সালাত আদায় ও যাকাত প্রদানের আদেশের বিষয়টি।[26] আমাদের নাবী ﷺ কে আদেশ করেছেন নিজের পরিবারবর্গকে সালাত আদায়ের নির্দেশ দিয়ে নিজে সালাতের উপর অবিচল থাকতে।[27] আমাদের আদেশ করেছেন আমাদের সালাতের হেফাযাত্ করার। এমনকি যুদ্ধক্ষেত্রেও সালাত আদায় করার আদেশ করেছেন।[28] যেখানে আল্লাহ ﷻ যুদ্ধক্ষেত্রে সালাত আদায়ের আদেশ দিলেন সেখানে আমাদের শান্তিময় সময়টুকুতে আদায় না করার অজুহাত কি দাঁড়াতে পারে? আল্লাহ ﷻ সৎকর্মশীলদের কথা বলতে গিয়ে বলেনঃ যারা কিতাবকে আকড়ে ধরে এবং সালাত কায়েম করে, নিশ্চয় আমি সৎকর্মশীলদের প্রতিদান বিনষ্ট করিনা।[29] এ

---

[25] আল- কুরআন [সুরাঃ ত্বোয়া হা (২০), আয়াতঃ১৩,১৪]

[26] আল- কুরআন [সুরাঃ মারইয়াম (১৯), আয়াতঃ৩০]

[27] আল- কুরআন [সুরাঃ ত্বোয়া হা (২০), আয়াতঃ১৩২]

[28] আল- কুরআন [সুরাঃ আল- বাকারা (০২), আয়াতঃ২৩৮,২৩৯]

[29] আল- কুরআন [সুরাঃ আল- আরাফ (০৭), আয়াতঃ১৭০]

রকম কুর্আনের আয়াতগুলোর দিকে দৃষ্টিপাত করলে আমরা সালাতের গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারব। যেখানে আল্লাহ ﷻ অসংখ্য আয়াতে সালাত আদায়ের আদেশ করেছেন। সারা বিশ্বের প্রতিপালক একবার আদেশ করলেই যা আমাদের জন্য পালন করা বাধ্যতামূলক হয়ে যায় সেখানে সেই অসীম ক্ষমতার মালিকের এতবার আদেশের বিষয় কতটুকু গুরুত্ব রাখে তা আমাদের বুঝা দরকার নিশ্চয়। সাহাবী জারীর ইব্নু আব্দুল্লাহ رضي الله عنه আল্লাহর রাসূল ﷺ এর নিকট সালাত আদায়, যাকাত প্রদান ও প্রত্যেক মুস্লিমকে নসীহাত্ করার বায়'আত গ্রহণ করেছিলেন।[30] **আল্লাহ ﷻ এর রাসুল ﷺ এর কাছে নাজ্দবাসী এক লোক এসে ইস্লাম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে উত্তরে তিনি প্রথমেই বলেছিলেন দিন- রাতে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত।[31] ইস্লামের পাঁচটি স্তম্ভের ২য় টি হচ্ছে এই সালাত।[32]** এই সালাত হলো এমন একটি ইবাদত যা অন্যান্য ইবাদাতের ন্যায় ওয়াহী করে জানিয়ে দেওয়া হয়নি। এটি এমন এক ইবাদত যা আমাদের নাবী মুহাম্মদ ﷺ কে মি'রাজের রাতে দান করা হয়েছে। মর্যাদার দিক দিয়ে এই ইবাদতটি হচ্ছে অন্যান্য ইবাদত থেকে অনেক উঁচু ও ভিন্ন। আর মনে রাখতে হবে যে কোন বিষয় সমাজের কিছু লোকের কাছে অবহেলিত হলেই তার গুরুত্ব কম হয়ে যায়না। আর সমাজের লোকদের নিকঠ গ্রহণীয় হলেই তা গুরুত্বপুর্ণ হয়ে যায়না। আজকে সারা বিশ্ব Cricket আর Football নিয়ে ব্যাস্ত। অথচ কখনও আমি কাউকে এর ৩টি উপকারিতা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে কোন উত্তর আসেনা। কেউ শুধু একটি কথাই বলতে পারে যে এটি হলো বিনোদন। এই একটি ব্যতীত দ্বিতীয়টি পাওয়া দুষ্কর। অথচ এই খেলাই আমাদের জীবনের কত গুরুত্বপুর্ণ একটি বিষয় হয়ে দাড়িয়েছে। আল্লাহ ﷻ যেখানে এই দুনিয়ার জীবনকে খেলাধুলা আর তামাশা বলে উল্লেখ করেছেন।[33] সেখানে আমাদের এই সমাজ খেলাধুলাকে কতইনা মর্যাদা আর গুরুত্ব প্রদান করেছে অথচ আল্লাহ ﷻ যে জিনিসটিকে এত গুরুতপুর্ণ করেছেন সেদিকে অনেকের খেয়ালও নেই। একজন মুস্লিমের নিকট সেটিই গুরুত্ব পাবে যেটির গুরুত্ব আল্লাহ ﷻ দিয়েছেন। আল্লাহ ﷻ আমাদের সবাইকে যেন মূল্যহীন

---

[30] সহীহ্ বুখারী, হাঃ৫৭, ৫২৪, ২৭১৫, তাপ্রঃ৫২৪,আপ্রঃ ৪৯৩, ইফাঃ ৪৯৯, তিরমিযী ২০৫০, দারিমী ২৫৯৫, নাসাঈ ৪১৯২, আহমদ ১৯৬।

[31] সহীহ্ বুখারী পর্বঃ২ অধ্যায়ঃ৩৪, হাঃ৪৬, মুস্লিম, হাঃ ১০৯, সুনান আবু দাউদ ৩৯১, সহীহ্ ইব্নু হিব্বান, হাঃ৩২৬২।

[32] সহীহ্ বুখারী পর্বঃ২ অধ্যায়ঃ২, হাঃ০৮, সহীহ্ মুস্লিম, হাঃ১২০, ১২১, ১২২, তিরমিযী, হাঃ ২৮১৩, নাসাঈ, হাঃ ৫০১৮, সহীহ্ ইব্নে হিব্বান, হাঃ১৪৪৬, আহমদ, হাঃ৪৯০২,৫৮০৫,৬১৫৮, ১৯৭৪০, ১৯৭৪৬।

[33] আল- কুরআন [সুরাঃ আল- আনআ'ম (০৬), আয়াতঃ৩২]

তুচ্ছ বিষয়গুলো পরিত্যাগ করে গুরুত্বপুর্ণ বিষয়গুলোর গুরুত্ব অনুধাবন করার জ্ঞান দান করেন। আমীন।

সালাত আদায় করলে কি লাভ হবে ?

একজন লোক নাবী ﷺ কে সবচেয়ে উত্তম আ'মাল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে নাবী ﷺ বলেন এটি হল সালাত। এ রকম লোকটি বারবার জিজ্ঞেস করলে প্রথম ৩ বারই বলেন সালাত এবং চতুর্থ বার বলেন জিহাদ।[34]

নাবী ﷺ বলেনঃ যে ব্যক্তি সকালে বা সন্ধ্যায় যতবার মাস্‌জিদে যায়, আল্লাহ তা'আলা তাঁর জন্য জান্নাতে ততবার মেহমানদারীর ব্যবস্থা করে রাখেন।[35] কতইনা উত্তম হবে সে, যে এই মেহমান হবে। আর কতইনা উত্তম হবে সে মেহমানদারী যা স্বয়ং রাব্বুল আলামীন করেন। আমরা কি তবে চাইব না আল্লাহ্‌র সে মেহমানদারীতে শরীক হতে?

মহান আল্লাহ ﷻ বলেনঃ **নিশ্চয় সালাত অশ্লীল ও মন্দকাজ থেকে বিরত রাখে।**[36] আল্লাহ ﷻ যেখানে আমাদের জানিয়েই দিলেন কিভাবে আমরা নিজেকে খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকতে পারি সেখানে আমাদের অন্যান্য উপায় কি খোঁজার সুযোগ থাকে? আমরা তো চাই নিজেদের খারাপ কাজ থেকে বাঁচাতে। তাহলে কেন সেটা আল্লাহ ﷻ এর বলে দেওয়া উপায়ে নয়?

আল্লাহ ﷻ বলেনঃ **অবশ্যই মুমিনগণ সফল হয়েছে যারা নিজেদের সালাতে বিণয়াবত।**[37] আল্লাহ ﷻ যাদের সফল বলেন তারা কি সফল নয়? আমাদের কি উচিত নয় দুই জাহানের বাদশা যাদের সফল বলেন তাদের দলে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার চেষ্টা করা?

সালাত হল গুনাহ্‌সমুহের কাফ্‌ফারা। যেমন আমরা হাদীস থেকে জানতে পারি। **আল্লাহর রাসূল ﷺ সাহাবীদের رضي الله عنهم জিজ্ঞেস করলেনঃ বলতো যদি তোমাদের কারো বাড়ির সামনে একটি নদী থাকে, আর সে তাতে প্রত্যহ পাঁচবার গোসল করে, তাহলে কি তার দেহে কোন ময়লা থাকবে? সাহাবীরা رضي الله عنهم বললেন, তার দেহে কোনোরূপ ময়লা বাকী থাকবে না। আল্লাহর রাসূল ﷺ**

---

[34] মুসনাদ আহমাদ, হাঃ৬৭৬১, আত- তারগীব ওয়াত- তারহীত, হাঃ ৩৭৮ (সহীহ্ লিগাইরিহী)

[35] সহীহ্ বুখারী, হাঃ৬৬২, সহীহ্ মুসলিম, হাঃ৬৬৯, আহ্মাদ, হাঃ১০৬১৩।

[36] আল্- কুর্আন [সুরাঃ আল্- আন্কাবুত (২৯), আয়াতঃ৪৫]

[37] আল- কুরআন [সুরাঃ আল- মু'মিনুন (২৩), আয়াতঃ০১,০২]

বললেনঃ এ হলো পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের উদাহরণ। এর মাধ্যমে আল্লাহ ﷻ (বান্দাদের) গুনাহসমুহ মিটিয়ে দেন।[38]
যেখানে আমরা গুনাহের কারণে অনেকে সালাতকেই পরিত্যাগ করি। অথচ এই সালাতই হল গুনাহের কাফ্ফারা। আমাদের কি উচিত নয় সালাত আদায়ের মাধ্যমে গুনাহ সমূহ মাফ করানোর চেষ্টা করা?

আমাদের দৈনন্দিন জীবনে সমস্যার কোন শেষ নেই। আর সেসব সমস্যা বা tension এর সময় আমরা বেছে নেই cigarette বা গান বাজনা ইত্যাদিকে। ধূমপানের মাধ্যমে যেন মনে হয় সব দুঃখ, সমস্যা ধোঁয়ার সাথে আকাশে ভেসে যায় অথচ। বাস্তবতা হচ্ছে এগুলো দ্বারা মানুষ নিজের বিপদই ডেকে আনে। আমাদের সকল সমস্যায় মহান আল্লাহ ﷻ বলেনঃ **হে মুমিনগণ, ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য চাও। নিশ্চই আল্লাহ ﷻ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন।**[39]

আল্লাহ ﷻ বলেন, তাঁর কাছেই সাহায্য চাইতে। অথচ আমরা দেখতে পাই প্রায় মানুষ সাহায্যের জন্যে কবরে যায়। আল্লাহ ﷻ বলেন সালাতের মাধ্যমে সাহায্য চাইতে অথচ আমরা দেখি লোকদের সালাত পরিত্যাগ করে মাস্জিদের ইমামদের টাকা দিয়ে দু'আ চাইতে। আমরা কি সালাতের মাধ্যমে বিপদ থেকে মুক্তি চাইতে পারি না? এটিই কি উত্তম নয়?

আল্লাহর রাসুল ﷺ বলেনঃ **ক্বীয়ামতের দিন আমার উম্মাতকে এমন অবস্থায় হাজির করা হবে যে উযূর প্রভাবে তাদের হাত- পা ও মুখমন্ডল উজ্জ্বল থাকবে।**[40] **অন্য হাদীসে বলেনঃ ফযরের দু রাক'আত সুন্নাত দুনিয়া এবং তার মধ্যে যা কিছু আছে তার চেয়েও উত্তম।**[41] রাসুল ﷺ আরও বলেনঃ **যে ব্যক্তি দুই শীতের (ফাজ্র ও আসরের) সালাত আদায় করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।**[42] **এবং দৈনিক ১২ রাক'আত সালাত (যুহরের আগে ৪ পরে ২, মাগরিবের পরে ২, ইশার**

---

[38] সহীহ্ বুখারী, হাঃ ৫২৮, সহীহ্ মুসলিম, হাঃ৬৬৭, তিরমিযী, হাঃ৩১০৭, নাসাঈ, হাঃ৪৬৬, মুস্নাদু আহমদ, হাঃ৮৯৩৩।

[39] আল্- কুর্আন [সুরাঃ আল্- বাক্বারা (০২), আয়াতঃ১৫৩]

[40] সহীহ্ বুখারী ৪/৩ হাঃ ১৩৬, সহীহ্ মুস্লিম, হাঃ২৪৬, আহ্মাদ, হাঃ৯২০৬, (আ,প্রঃ১৩৩, ই, ফাঃ১৩৮।

[41] সহীহ্ মুস্লিম, হাঃ১৭২১, নাসাঈ, হাঃ১৭৭০, তিরমিযী, হাঃ৪১৮।

[42] সহীহ্ বুখারী, ৫৭৪,আঃপ্রঃ ৫৪০, ইঃফাঃ ৫৪৬, সহীহ্ মুস্লিমঃ৫/৩৭ হাঃ৬৩৫, আহ্মাদ, হাঃ১৬৭৩০(ই, ফাঃ(৩৭)।

পরে ২ ও ফাজ্রের আগে ২) আছে এগুলো আদায়কারীর জন্য জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করা হয়।[43]

হে মুস্লিম ভাই ও বোন! আসুন, এবার একটু ভেবে দেখি যেখানে অযুর এত ফযিলত, সুন্নাত সালাতের এত ফযিলত, নাফ্ল সালাতের এত ফযিলত, সেখানে ফর্য সালাতের মর্যাদা, গুরুত্ব আর পুরুষ্কার কি হতে পারে। আর আমরাই বা কি কারণে দূরে সরে আছি এই মহা পুরুষ্কার থেকে! দুনিয়ায় একটি ঘর নির্মাণে আমরা কত কিইনা করতে পারি। অথচ জান্নাতে ঘর নির্মাণ থেকে আমরা অনেকেই গাফেল। আর একবার কি ভেবে দেখেছি যে যার ঘর হবে জান্নাতে তার অবস্থানটা হবে কোথায়? নিশ্চয় সে তার ঘরেই থাকবে আর সেটি হল চিরস্থায়ী জান্নাত। যার অফুরন্ত নিয়ামত কখনো শেষ হয়ে যায়না। আর কমেও যায়না।

সালাত আদায় না করলে কি ক্ষতি হবে ?

বর্তমান সমাজের অগণিত মুস্লিমদের সালাত না আদায় করতে পাওয়া গেলেও নাবী ﷺ এর যুগে সালাত ত্যাগকারী কোন মুস্লিমকে পাওয়া যায়নি। সাহাবীরা সালাত ত্যাগ করাকে ঈমান ও কুফরের পার্থক্যকারী মনে করতেন। যেমনটি আল্লাহর রাসুল ﷺ বলেনঃ **একজন মানুষ আর তাঁর ঈমান ও কুফ্রের মধ্যে পার্থক্যকারী হল সালাত ত্যাগ করা।**[44]

নাবী ﷺ বলেনঃ **যে বিষয়ে ক্বীয়ামতের দিনে একজন মানুষকে সর্বপ্রথম জিজ্ঞেস করা হবে তা হচ্ছে তার সালাত। যদি এটি ঠিক থাকে তবে সে পার পেয়ে যাবে এবং সফল হবে আর এই সালাত ঠিক না হলে সে সাজাপ্রাপ্ত ও বিফল হবে।**[45]

যেখানে আল্লাহ ﷻ বলেনঃ **সেই সালাত আদায়কারীদের জন্য দুর্ভোগ যারা তাদের সালাতে অমনোযোগী।**[46] সেখানে সালাত ত্যাগকারীর পরিণতি কি হতে পারে চিন্তার বিষয়।

---

[43] সহীহ্ মুস্লিম, হাঃ১৭২৯, নাসায়ী, হাঃ১৮১৮, ১৮১৯, ১৮২০, ১৮২১, তিরমিযী, হাঃ ৪১৭, ইব্নু মাজাহ, হাঃ১১৯৪, ১১৯৬।

[44] সহীহ্ মুস্লিম, হাঃ২৫৬, ২৫৭, বায়হাকী, (সুনানুছ ছুগারা) হাঃ ১২০৯।

[45] নাসায়ীঃ ৪৬৫, ৪৬৬, ৪৬৭,৩৯৯১, তিরমিজিঃ ৪১৩, আল্বানী- সহীহ আল জামী ২৫৭৩, ইব্নু মাযা, হাঃ১৪৯০, দারিমী, হাঃ১৪০৬, আহমদ, হাঃ১৭৪১৭।

[46] আল- কুরআন [সুরাঃ আল- মাউন (১০৭), আয়াতঃ০৪,০৫]

আল্লাহ ﷻ বলেনঃ **আর যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জন্য হবে নিশ্চয় এক সংকুচিত জীবন এবং আমি ক্বিয়ামত দিবসে উঠাব অন্ধ অবস্থায়।**[47] **জাহান্নামিদের যখন প্রশ্ন করা হবেঃ কিসে তোমাদেরকে জাহান্নামের আগুনে প্রবেশ করালো? তারা বলবে, আমরা সালাত আদায়কারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম না।**[48]

আল্লাহ ﷻ বলেনঃ **তাদের পরে আসলো এমন এক অসৎ বংশধর যারা সালাত বিনষ্ট করলো ও কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করলো। সুতরাং শীঘ্রই তারা জাহান্নামের শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে।** [49]

এই আয়াত থেকেই বুঝা যায় সালাত ত্যাগের ভয়াবহতা যাদেরকে আল্লাহ ﷻ জাহান্নামের শাস্তির দুঃসংবাদ জানিয়ে দিয়েছেন। সাথে পরম করুনাময় পরের আয়াতে এই আযাব থেকে বাঁচার পথও দেখিয়ে দিলেন। তিনি বলেনঃ **তবে তারা নয় যারা তওবা করেছে, ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে; তারাই জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তাদের প্রতি কোন যুল্‌ম করা হবেনা।** আর এখানে আরও একটি বিষয় যা দ্বিতীয় আয়াত থেকে বুঝা যায় তা হলো যে সালাত পরিত্যাগ করে কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করে এবং নিজের খামখেয়ালী কাজে লিপ্ত হয় তাদের ঠিকানা জাহান্নাম। আর সেখান থেকে ফিরে আসার রাস্তা হচ্ছে তাওবা করে ঈমান আনা। অর্থাৎ তারা সালাত ত্যাগ ও প্রবৃত্তির অনুসরণের মাধ্যমে ঈমানহীন হয়ে দ্বীন থেকে বিচ্যুত হয়ে যায়। যেমন অন্যত্র আল্লাহ ﷻ বলেনঃ **তুমি কি লক্ষ্য করেছ তার প্রতি যে তার খেয়াল- খুশিকে ইলাহ্ বানিয়ে নিয়েছে? আল্লাহ জেনে শুনেই তাকে গুমরাহ্ করেছেন আর তার কানে ও দিলে মোহর মেরে দিয়েছেন আর তার চোখের উপর টেনে দিয়েছেন পর্দা। অতঃপর আল্লাহর পর কে তাকে সঠিক পথ দেখাবে? এরপরও কি তোমরা শিক্ষাগ্রহণ করবে না?**[50] আসুন আয়াতটির দিকে খেয়াল করি আর দেখে নিই আমরাও কি আমাদের নিজেদের খেয়াল- খুশিকে ইলাহ্‌রূপে গ্রহণ করে নিলাম কি না? আল্লাহ ﷻ যেখানে বললেন সালাত আদায় করতে সেখানে নাফ্‌স্ নিষেধ করলো; আর আমি অনুসরণ করলাম কাকে? এভাবে প্রতিটি ক্ষেত্রে যদি দেখা যায় আমরা আল্লাহর

47 আল্- কুর্‌আন [সুরাঃ ত্বোয়া হা (২০), আয়াতঃ১২৪]

48 আল্- কুর্‌আন [সুরাঃ আল্- মুদাস্‌সির (৭৪), আয়াতঃ৪২, ৪৩]

49 আল্- কুর্‌আন [সুরাঃ মার্‌ইয়াম (১৯), আয়াতঃ৫৯]

50 আল- কুরআন [সুরাঃ আল- জাসিয়া (৪৫), আয়াতঃ২৩]

আদেশ না মেনে শুধু খামখেয়ালির অনুসরণ করি তবে বুঝে নিতে হবে আয়াতের বাকি অংশে যা বলা হয়েছে তা আমাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়ে যাবে আর আমরা আলোর পথে থেকে চলে যাব অন্ধকারে, সরল পথ থেকে চলে যাব বক্রপথে, জান্নাতের পথ থেকে চলে যাব জাহান্নামের নিকৃষ্ট পথে। আল্লাহ تَبَارَكَ وَتَعَالَى আমাদের রক্ষা করুন। আমীন।

কেন আদায় করিনা ?

সালাত আদায় না করে আমরা কেবল নিজেদেরই ক্ষতি করতে পারি। আর আমাদের অনেকেরই রয়েছে সালাত না আদায়ের অগণিত অজুহাত। এসব অজুহাতের মাধ্যমে আমরা আসলে জান্নাত থেকে পলায়ন করি আর ছুটে যাই জাহান্নামের দিকে। আসলে এর সবগুলোই হলো আমাদের ইস্‌লামের জ্ঞান না থাকা আর শয়তানী ধোকার পরিণাম। সালাতের বা অন্যান্য ইবাদতের ফযিলত ও মর্যাদা না জানার কারণেই শয়তান সহজেই আমাদের ধোকা দিতে পারে। নিচে কয়েকটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হলো যাতে আমরা বুঝতে পারি কিভাবে আমরা শয়তানের ধোকায় পতিত হই।

- **সালাত আদায় না করলেও আমার ঈমান ঠিক আছে**

আমাদের অনেকের মাঝেই এ দাবি পাওয়া যায় যে সালাত আদায় না করলেও ঈমান ঠিক আছে। কিন্তু ঈমান থাকার শর্ত যেখানে সালাত সেখানে আমরা কিভাবে এই দাবি করতে পারি যে, সালাত আদায় না করলেও ঈমান ঠিক আছে। আমাদের যে ঈমান আল্লাহ ﷻ এর ডাকে আমাদের দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করাতে পারেনা। সে ঈমান কি আমাদের জান্নাতে নিয়ে যেতে পারে?

- **এখন আদায় করিনা তবে শুরু করব**

এ বিষয়ে দেখা প্রয়োজন যে আমি কতদিন থেকে এই plan করি আর ভঙ্গ করি? আসল কথাটি হল এটি শয়তানের একটি ধোঁকা ছাড়া আর কিছুই না। আমার এই জীবনের কতটুক ভরসা আছে? আমি কি এভাবে ইস্‌লামকে নিতে চাই যে আজকে আমি কাফির হয়ে থাকি আগামীকাল মুস্‌লিম হয়ে যাব? জেনে রাখুন! সালাত ১ ওয়াক্ত ও ত্যাগের সুযোগ ইস্‌লামে নেই।

- **কাজের ঝামেলা শেষ হলেই শুরু করব**

এই পৃথিবীতে ঝামেলা বা কাজ নেই এমন মানুষ আছে বলে আমার মনে হয়না।

যার যার জায়গা থেকে সবাই কিন্তু ব্যাস্ত আর জীবনে যত কাজই থেকে থাকুক সর্ব কাজের আগে প্রাধান্য দিতে হবে আল্লাহ ﷻ এর আদেশ কে। কাজের তালিকায় সালাতকে রাখতে হবে সবার উপরে আর অন্যান্য কাজের ব্যাপারে ভাবতে হবে যে সে কাজ শেষ হলে সালাত নয়; সালাত শেষ হলেই সে কাজটি করব।

- **আমিতো এমনিই গুনাহ্‌গার সালাত আদায় করে আর লাভ কি?**

জ্বী হ্যা! আমরা গুনাহগার আর এজন্যই আমাদের আরো বেশি করে সালাত আদায় করা দরকার। কারণ, সালাতই আমাদের গুনাহ্‌ থেকে বিরত রাখে। আর সালাতের কারণেই তো গুনাহ মাফ করেন। আর আল্লাহ ﷻ আমাদের আদেশ করেন সালাতের মাধ্যম তাঁর কাছে চাইতে। তাছাড়া বিষয়টি এমন নয় যে একটি গুনাহ করলে আমাকে সকল গুনাহ করতে হবে। যেহেতু আমাদের অন্যান্য গুনাহ আছে তাই আমাদের সালাত অনাদায়ের কুফ্‌রি থেকে বেঁচে থাকতে হবে। আমার গুনাহ আছে এজন্য কি আমি ইস্‌লাম ছেঁড়ে দেব? আমি কি বলব যে আমিতো গুনাহ্‌গার তাই আমি আর মুস্‌লিমই থাকব না? পক্ষান্তরে যেহেতু আমি গুনাহ্‌গার তাই আমার তো আরও বেশী সালাত আদায় করা দরকার যেহেতু সালাত মানুষকে খারাপ ও অশ্লীল কাজ হতে বিরত রাখে[51] আর ভালো কাজ খারাপ কাজকে দূর করে।[52]

- **শুধু সালাত দিয়ে কি আর জান্নাতে যাওয়া যায়?**

উত্তরে বলব না, সম্ভব না। শুধু সালাত দিয়ে জান্নাতে যাওয়া সম্ভব না। তাই বলে সালাত ছেড়েও জান্নাত লাভ কখনো সম্ভব না। শুধু অঙ্কে পাশ করে যেমন পরীক্ষায় পাশ করা যায়না। তেমনি শুধু বাংলায় পাশ করেও পরীক্ষায় পাশ করা সম্ভব না। আমাদের সকল বিষয়ে পাশ করতে হবে। যেমন আমাদের সালাত আদায় করতে হবে। তেমনি আন্যান্য আদেশ নিষেধও মানতে হবে জান্নাত লাভের জন্য।

- **কত লোক আছে কত গুনাহ্‌ইত করে আমিতো শুধু সালাত আদায় করিনা মাত্র**

কত লোকের খারাপ কাজের কারণ তো আমার সালাত ত্যাগ করার কারণ হতে পারেনা। কেউ যদি বলে কত লোকই তো জান্নাতে যায় তাই আপনার আর যাওয়ার দরকার নেই সেটি কি যুক্তিযুক্ত হবে? মনে রাখতে হবে যে খারাপ কাজ

---

[51] আল্‌- কুর্‌আন [সুরাঃ আল্‌- আন্‌কাবুত (২৯), আয়াতঃ৪৫]

[52] আল- কুরআন [সুরাঃ হুদ (১১), আয়াতঃ১১৪]

করে তার হিসেব সে দিবে। লোকেদের খারাপ কাজের কারণে আমার সালাত অনাদায়ের শাস্তি মাফ হয়ে যাবে না। আর আপনি কি মনে করেন সালাত আদায় না করাটা এমন কোন পাপ না? এই একটি পাপই আমাদের চিরস্থায়ী জাহান্নামী বানানোর জন্য যথেষ্ট।

- **মুস্‌লিম হয়ে জন্মেছি একদিনতো জান্নাতে যাবই**

জ্বী, মুস্‌লিম হলে একদিন জান্নাতে যাবে সবাই। তবে সেটি যে কত ভয়াবহ শাস্তির পর তা কি ভেবে দেখেছেন? একথা বলার আগে আমি অনুরোধ করব নিজেকে অন্তত এক মিনিট এই দুনিয়ার আগুনে রেখে পরিক্ষা করার যে সত্যিই কি আমাদের জাহান্নামের আযাব ভোগ করার ক্ষমতা আছে কিনা। এ ধরণের কথা থেকে আল্লাহ ﷻ আমাদের হেফাযত করুণ। আর মুস্‌লিম হতে হলে ইস্‌লাম মানতে হবে। মুস্‌লিম হয়ে জন্ম নিলেই মানুষ চিরকাল মুস্‌লিম থাকে না। এ রকম হলে আদম عليه السلام এর ঘর থেকে কাফির আসলো কিভাবে। একটি স্কুলে admission নিলেই চিরকাল সে স্কুলের ছাত্র থাকা যায়না। স্কুলে যেতে হয় নিয়মিত, বেতন দিতে হয়, পরীক্ষায় পাশ করতে হয়। এরকম ইস্‌লামে প্রবেশ করতে হয় কালেমার মাধ্যমে আর এর মধ্যে টিকে থাকতে হয় এর বিধিবিধান পালনের মাধ্যমে। অন্যথায় স্কুল থেকে যেমন নাম কাটা পড়ে যাবে তেমনি ইস্‌লাম থেকেও নাম কাটা পড়ে যাবে।

- **পাঁচ ওয়াক্ত পারিনা, মিস্ হয়ে যায়**

অনেকেরই দেখা যায় ফজরের সালাত মিস্ হয়। জ্বী না। মিস্ হতে পারবেনা। পাঁচ ওয়াক্ত সালাত সকলের আগে আদায় করতে হবে। আমাদের কোন কাজ থাকলে কি আমরা সকাল ঘুম থেকে জাগতে পারি না? আসলে এটি নির্ভর করে আমরা কোন কাজকে কি পরিমাণ গুরুত্ব দিই তার উপর। আমরা যদি সালাতের গুরুত্ব সঠিকভাবে দিয়ে থাকি তবে ফজরের সালাত আদায়ও আমাদের জন্য ব্যাপার না। এক্ষেত্রে আমাদের বেশী বেশী আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইতে হবে। আর কিছুদিন চেষ্টা করলে ইনশা আল্লাহ অভ্যাস হয়ে যাবে।

শেষ কথা

কোন মানুষ ইস্‌লামে প্রবেশের পর থেকে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত সুস্থ, জ্ঞানবান থাকা অবস্থায় এই ইবাদত এক দিনের বা এক ওয়াক্তও ত্যাগ করার কোন সুযোগ

ইস্‌লামে নেই। দুঃখের বিষয় আজকের সমাজে অনেক মুস্‌লিম দাবীদার লোক পাওয়া যায় যারা সালাত আদায়ে একেবারে উদাসীন। ছেলে- মেয়েদের সালাত শিক্ষা দেওয়ারও প্রয়োজন বোধ করেন না। সন্তানেরা না ঘরে মা- বাবা কে সালাত আদায় করতে দেখে, না তাদের কাছ থেকে এর গুরুত্ব কতটুকু তা জানতে পারে। ফলে এই সন্তানেরা বড় হয়ে সালাত আদায়ে হয়ে থাকে সম্পুর্ণ উদাসীন; অথবা আদায় করলেও তাতে থেকে যায় শত ভুল ভ্রান্তি। সালাত শিক্ষা লাভ করে অন্যদের দেখে দেখে আর চক্ষুলজ্জায় কারো কাছ থেকে শিখাও হয় না। অথচ এই মা- বাবারা কতইনা ব্যস্ত ছেলে- মেয়েদের স্কুলের শিক্ষা নিয়ে। এভাবে পার হয়ে যাবে এই জিন্দেগি। মৃত্যু চলে আসবে একদিন। আর কিয়ামতের কঠিন ময়দানে সেদিন মা- বাবার সকল আদর ভুলে এই সন্তানেরাই অভিযোগ নিয়ে হাজির হবে। একবার কি কখনও চিন্তা করে দেখি যে আমাদের এই সকল আদর, যত্ন, পরিশ্রম বৃথা হয়ে যাবে। এসব আদর, যত্ন, শিক্ষা সন্তানদের দুনিয়ার জীবনে কল্যাণ বয়ে আনলেও জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাতে পারবেনা। আমরা কি সেই চিরসত্য কিয়ামতের দিনের হিসাবের মুখোমুখি হবো না? মৃত্যুর আগেই কি আমরা তাওবা করে পুরপুরি ইস্‌লামে প্রবেশ করবনা? তাই আসুন, আজই তাওবা করে ফিরে যাই ইস্‌লামের মাঝে, আল্লাহর সন্তুষ্টির দিকে, শান্তির দিকে, জান্নাতের দিকে। আল্লাহ ﷻ যেন আমাদের সকলকে তাঁর রাসূল ﷺ যেভাবে সালাত শিক্ষা দিয়েছেন সেভাবে সালাত আদায়ের তৌফীক দেন। আর আমাদের সকল ইবাদাতকে কবুল করেন। আমীন।

Response to the call of Allah (swt) before the call of Malak'almauth (Angels of Death) comes to you.

মালাকুল মাউত বা মৃত্যুর ফেরেশতার ডাক আপনার কাছে আসার আগেই আল্লাহ (سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ)- র ডাকে সাড়া দিন।

সহীহ্ সালাত শিক্ষার জন্য যে বইসমুহ পড়তে পারেনঃ

অযূ এবং সালাত আদায় করুন যেভাবে রাসূল মুহাম্মাদ (সাঃ) আদায় করেছেন	শাইখ মুহাম্মাদ এস আদলী
সালাতুর রাসূল	আসাদুল্লাহ আল গালীব
স্বলাতে মুবাশ্শির	আবদুল হামীদ ফাইযী
রসূলুল্লাহ্র নামাজ	নাসিরুদ্দীন আলবানী

আর যে ব্যক্তি ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন দ্বীন গ্রহণ করতে চাইবে কক্ষনো তার সেই দ্বীন কবূল করা হবে না এবং আখিরাতে সে ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

আল্- ইমরান, আয়াতঃ ৮৫

ওহে বিশ্বাসীগণ! তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ডাকে সাড়া দাও যখন তোমাদেরকে ডাকা হয় (এমন বিষয়ের দিকে) যা তোমাদের মাঝে জীবন সঞ্চার করে।

আল- আনফালঃ ২৪

CHOICE IS YOURS!

পছন্দ আপনার!

KALEMA	SHIRK
কালেমা	শির্ক
SALAH	BID'AH
সালাত	বিদ'আত
GOOD DEEDS	DRUGS
নেক আ'মাল	নেশা
CHARITY	ZINA
দান খয়রাত	জিনা
PEACE	HARAM
শান্তি	হারাম
JANNAH	HELLFIRE
জান্নাত	জাহান্নাম

Price : 15/- Taka